গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউনিয়ন পরিষদ -১ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০০৭.১৫ (অংশ-১২)- ৯২৩

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৮
১০ নভেম্বর ২০২১

বিষয়: **অভিযোগ সংক্রান্ত।**

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার স্মারক নং-৩৯, তারিখঃ ২৯/০৯/২০২১ খ্রি. ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের পেক্ষিতে, জনাব মো: আবুল কালাম, চাম্বি মফিজ বাজার, আজিজনগর, উপজেলা- লামা, জেলা- বান্দরবান পার্বত্য জেলার অভিযোগের বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

১০-১১-২০২১
মো: আবুজাফর রিপন
উপসচিব
ফোন: ৯৫৮৬৬০৫
ইমেইল: up1lgd@gmail.com

জেলা প্রশাসক,
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০০৭.১৫ (অংশ-১২)- ৯২৩/১

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৮
১০ নভেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) যুগ্মসচিব, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর , স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩) সহকারী প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫) জনাব মোঃ আবুল কালাম, চাম্বি মফিজ বাজার, আজিজনগর, লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

১০-১১-২০২১
মো: আবুজাফর রিপন
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পলিসি সার্পোট অধিশাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০০০.২৭.০০৫.২১.৩৯ তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৮
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয়: **অভিযোগ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।**

সূত্র: মো: আবুল কালাম, চাম্বি মফিজ বাজার, আজিজনগর ইউনিয়ন, উপজেলা: লামা, জেলা: বান্দরবান কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ।

মো: আবুল কালাম, চাম্বি মফিজ বাজার, আজিজনগর ইউনিয়ন, উপজেলা: লামা, জেলা: বান্দরবান কর্তৃক মো: জসিম উদ্দিন, চেয়ারম্যান, আজিজনগর ইউনিয়ন পরিষদ এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অন্যান্য বিষয়ে দাখিলকৃত অভিযোগটি এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

২৯-৯-২০২১
মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
যুগ্মসচিব

অতিরিক্ত সচিব
ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০০০.২৭.০০৫.২১.৩৯/১ তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৮
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর , স্থানীয় সরকার বিভাগ

২৯-৯-২০২১
মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
যুগ্মসচিব

২৪১৬ ৪/১০/২১

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর

১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)

১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা

ডাইরি নম্বরঃ...................
তারিখঃ ২৩।৭।১৯
স্বাক্ষর

মাননীয়

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: আজিজনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়াবা ব্যবসায়ী জনাব মো: জসিম উদ্দিন এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ প্রসঙ্গে।

জনাব

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, বান্দরবানের লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়াবা ব্যবসায়ী জনাব মো: জসিম উদ্দিন বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অর্থ আত্মসাৎ করে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন। একসময়ে তিনি আজিজনগর সিনেমা হলের টিকেট বিক্রেতা ছিলেন। নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা। অথচ তিনি আজ বিলাস বহুল গাড়ি (৫০,০০,০০০/-), বাড়ির মালিক (৮০,০০,০০০/-)। তিনি তার নগদ টাকা সব রয়েল টেক্সটাইলের মালিকের সাথে সম্পর্ক ভাল হওয়ায় তার একাউন্টে রাখেন। যাতে কেউ সহজে ধরতে না পারে। তার চলাফেরায় আভিজাত্যের ছাপ। অথচ তার কোন দৃশ্যমান আয়ের উৎস নাই। কোন ব্যবসা বানিজ্য নাই। তাহলে তার এই বড়লোকি চলাফেরা কোথ্যেকে আসে। তার পরিবার সবাই ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত। ইউনিয়ন পরিষদে এসি লাগিয়েছেন যেখানে সাধারণ গরীব জনগণ প্রবেশ করে তার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন না।

তার বিভিন্ন অনিয়ম নিম্নে তুলে ধরা হলো।

হেডম্যান পাড়া মদ ব্যবসায়ীদের নিকট হতে মাসিক ইনকাম/চাঁদা ৩০,০০০/-
গাছ ব্যবসায়ীদের কাছ হতে মাসিক চাদা ২০,০০০/-
গাড়ি চালক সমিতির উপদেষ্টা হওয়ার পর সেখান থেকে মাসিক চাদা ১০,০০০/-
বিভিন্ন বিচার বানিজ্য হতে মাসিক আয় বা চাদা গড়ে ২০,০০০/-
প্রতিটি বিয়ে বাবদ ২,০০০/- চাদা (অবৈধভাবে কাজি পরিষদের পিয়নকে বানিয়ে রেখেছে) মাসিক গড়ে ১০,০০০/-
অন্যান্যা চাদা ১০,০০০/-

অর্থাৎ প্রতি মাসে তার বিভিন্ন চাদা বাবদ মাসিক অবৈধ আয় ১,০০,০০০/-

এছাড়া তিনি গরীবদের জন্য দেয়া মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিটি ঘর হইতে আমাদের মেম্বারদের নিকট হইতে ১০,০০০/- কেটে রাখেন আবার কাজ শেষ করে তাকে ৫,০০০/- করে খুশি করা লাগে। ১,৯০,০০০/- টাকার মধ্যে ১,৮০,০০০/- করে আমাদের মেম্বারদের কে দিয়েছে। যার চাপ ঐ গরীব লোকের উপর গিয়ে পড়ে। মহোদয় আপনি প্রতি ঘরের মালিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তাদের কাছ থেকে শ্রম, বালূ, গাছ ও পরিবহণ খরচ নেওয়া হয়েছে। যা তদন্তে প্রমানিত হইবে।

ভিজিএফ এর নগদ টাকা জনগণকে না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করেছেন। মেম্বারগণ জানান, যে তালিকা দিতে বলেছেন তা হতে তিন ভাগের একভাগ লোক টাকা পান নাই। টাকা চাইতে গেলে জনগণকে ধমক দেন। প্রায় ২,০০,০০০/- আত্মসাৎ করেছেন। যা তালিকা ধরে তদন্ত করলে প্রমাণিত হইবে।

তার নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় হইতে প্রায় ৩০০ মে.টন চাউল ও গম এর বরাদ্দ (আনুমানিক ১ কোটি টাকা) বিভিন্ন ভুয়া প্রকল্প দেখিয়ে আত্মসাৎ করেছেন।

তিনি আজিজ উদ্দিন ফ্যাক্টরির পাশে প্রায় ৪৫,০০,০০০/- টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করিয়াছেন। এসব টাকার উৎস কোথায় তা কেউ বলতে পারে না।

এছাড়া তিনি আজিজনগরে ভাইয়া গ্রুপের ১০০ একর জমি দখল করে বাগান করেছেন। যা মোবারক মেম্বার এর মাধ্যমে দেখাশুনা করান তিনি। তার পিতার নামে কোন কাগজ না থাকায় মিশন পাড়ার মৃত ওমর আলীকে তার পিতা দেখাইয়া বসত ভিটা ও অন্যান্য জমি ক্রয় করছেন।

চট্টগ্রামে ৩৫,০০০০/- টাকা দিয়ে ফ্লাট বাড়ি ক্রয় করেছেন। এত টাকার উৎস কোথায় তা জনগন বুজতে পারে না। ধারণা করা হয় সব ইয়াবা বিক্রি ও চাদাবাজির টাকা।

গ্রাম পুলিশরা দোকানে এসে কান্নাকাটি করে চেয়ারম্যানকে বকাবকি করে বলেন যে, তিনি আমাদের বকেয়া বেতন ভাতা না দিয়ে পরিষদে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে টাকা নষ্ট করে। তারা বলেন যে, আমাদের বেতন না দিয়ে তিনি দামি গাড়িতে চড়েন কিভাবে?

স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রাপ্তির তারিখ ২৩।৭।১৯
নম্বর ২৫৬০

প্রতিবছর পরিষদের রাস্তার নিলাম ডাক না দেখাইয়া তিনি দুইটি রাস্তার ৭,০০,০০০/- আত্মাসাৎ করেন। একই রাস্তায় আজিজনগরে জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ বাবদ জনগনকে ট্যাক্স দিতে হয় যা সম্পূর্ণ বেআইনি। অথচ জেলা পরিষদ রশিদ দিলেও ইউনিয়ন পরিষদ কোন টাকার রশিদ দেয় না। অথচ তিনি চাইলে ঐ টাকা দিয়া আমাদের পুরা বছরের বেতন ভাতা দিতে পারেন।

তিনি বলেন এর আগেও আমার নামে বহু দরখাস্ত দিয়েছে। কে কি করতে পারছে। আমি ইউএনওকে এংং থানার ওসিকে প্রতিমাসে টাকা দেই , পার্বত্য মন্ত্রীকে হোটেল ফোর সিজনে সবসময় লাখ লাখ টাকার নাস্তা করাই বিভিন্ন মিটিং এ যাওয়ার সময়। তিনি আমাকে নোমিনেশন দিবেন। আমি কাউরে পরোয়া করি না। ভোট কেমনে ছিড়ে নিতে হয় তা আমি জানি। পার্বত্য মন্ত্রীকে আমি রাতে ভোট ছিড়ে দিছি। তিনিও আমাকে সেভাবে চেয়ারম্যান বানাবেন। আমি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলাল আহমদের সাথে সবসময় চলাফেরা করি। আমার ছেলের এসআই পরীক্ষার সময় আমি তার বাসায় গিয়েছি। জনগন ভোট না দিলেও আমি চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যান মো: জসিম উদ্দিন এর নামে চাদাবাজির মামলা হয়েছে এবং অডিও রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে। যা কক্সবাজার পিবিআইকে তদন্ত করার জন্য বলা হইয়াছে। এমনকি তার পিএস রনি কুমার দেব এর ও চাদাবাজির অডিও রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে। যা এনএসআই ও ডিজিএফআই সহ আইন শৃংখলা বাহিনীর সকলেই জানেন।

তার বিভিন্ন মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্কের ছবি মানুষর হাতে হাতে। যা তারা নির্বাচনের সময় ছেড়ে দিবেন বলে জানান। এছাড়া চেয়ারম্যানের একটি ইমো ভিডিও অনেকের কাছে আছে। যা নির্বাচনের সময় ছাড়বেন বলে জানান। উক্ত ভিডিও ডিলিট করার জন্য চেয়ারম্যান ৫,০০,০০০/- পর্যন্ত দিতে চেয়েছেন। দর না মিলাতে পেরে তিনি ভাইরাল হওয়ার আতংকে আছেন। এতে করে তিনি নমিনেশন পেলে দলীয় ভাবমুর্তি নষ্ট হবে।

এছাড়া তার ছেলেসহ তিনি আজিজনগর হেডম্যান পাড়ার একটি উপজাতি মেয়েকে ফোন করে উত্তক্ত করেন। যা এলাকার সবাই জানেন।

যে চেয়ারম্যানের নিজের চরিত্র ঠিক নাই তিনি আমাদের জনসাধারনকে কিভাবে চারিত্রিক সনদ দিবেন তা আমাদের মাথায় আসে না।

অতএব মহোদয় উপরোক্ত বিষয় সুধিবেচনা করে আজিজনগর ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সতন্ত্র তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করে আজিজনগরবাসীকে তার অত্যাচারের কবল হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করে বাধিত করিবেন।

তারিখ ঃ ০১/০৯/২০২১ ইং।

বিনীত নিবেদক
আজিজনগর এলাকাবাসীর পক্ষে-

(মো: আবুল কালাম)
চাম্বি মফিজ বাজার, আজিজনগর।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রদান করা হইল-

১। মাননীয় মন্ত্রী, যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ।
২। মাননীয় মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪। মাননীয় সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
৬। মাননীয় ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ।
৭। যুগ্ম পরিচালক/উপপরিচালক, এনএসআই, বান্দরবান।